রাজস্থানে বিজেপি সরকারের অগণতান্ত্রিক অর্ডিন্যান্স

তীব্র নিন্দা এস ইউ সি আই (সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, রাজস্থানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার 'ক্রিমিনাল ল'জ (রাজস্থান অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ২০১৭' নামে যে চরম অগণতান্ত্রিক বিধানসভায় পেশ করেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। এই বিল অনুযায়ী, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কর্মরত বা প্রাক্তন বিচারপতি, ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আমলাদের নাম প্রকাশ করাটাই হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ— আদালতে তাদের নামে মামলা করার অনুমতি পাওয়া তো দূরের কথা।

এই পদক্ষেপ শুধু জনগণের সত্য জানার অধিকার খর্ব করার মারাত্মক অপচেষ্টা তাই নয়, এ হল প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতার উপরেও সরাসরি আঘাত। পাশাপাশি, পুঁজিবাদী সরকার ও ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলের প্রতি বিচারবিভাগ সহ সরকারি আমলাদের অন্ধ আনুগত্য আদায়ের ভয়ানক ষড়যন্ত্র। ফলে স্বৈরাচারী সরকারকে সন্তুষ্ট করার অত্যুগ্র বাসনায় তাদের সমস্ত ইচ্ছা ও নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবেন তাঁরা এবং এভাবে গোটা সরকারি প্রশাসনিক ব্যবস্থাটিই কার্যত প্রহসনে পর্যবসিত হবে। রাজস্থান সরকারের এই পদক্ষেপ— সেবাদাস সরকারের মাধ্যমে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের হাতে ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা এবং সরকারের বেআইনি দুষ্কর্ম যা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায় সর্বব্যাপ্ত, তাকে আড়াল করা— স্পষ্টতই প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদের সূচনা। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ আজ শুধু দুর্নীতি ও নানা বেআইনি দুষ্কর্মের জন্ম দিচ্ছে তাই নয়, এগুলির উপরে ভর করেই এই ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। এসব আড়াল করতে প্রতিদিন তাকে নতুন নতুন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিতে হচ্ছে যাতে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা তুলে দিতে গণতন্ত্রের ভেকের আড়ালে ফ্যাসিবাদ কায়েম করা যায়।

সুতরাং, ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী গণআন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে এই কালা অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা না গেলে গোটা দেশকেই ধীরে ধীরে পূর্ণ ফ্যাসিবাদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। তাই, শুধু রাজস্থান নয়, গোটা দেশের খেটে খাওয়া মানুষকে আমরা আবেদন জানাচ্ছি, সরকারের এই পদক্ষেপ বিনা বাধায় মেনে না নিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে উপযুক্ত আন্দোলন গড়ে তুলে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি ও তার সরকারের এই হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন।

ডেঙ্গু নিবারণে
এস ইউ সি আই (সি)-র দাবি

- চিকিৎসক সংগঠনের ও রাজ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলির যৌথ সভা ডেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ডেঙ্গু নিবারণ করতে হবে।
- ডেঙ্গু রোগ নির্ণায়ক যন্ত্র সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠাতে হবে।
- প্রতি সপ্তাহে মশা মারার তেল ছড়াতে হবে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে চাই যুদ্ধকালীন তৎপরতা

দাবি চিকিৎসক সংগঠনের

ডেঙ্গু সহ মশাবাহিত রোগের প্রকৃত তথ্য গোপন না করে ডেঙ্গু নিবারণে সরকারকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করতে হবে— এই দাবিতে ২৫ অক্টোবর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং সরকারি চিকিৎসক সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনে ডি এম ই এবং ডি এইচ এস-এর নিকট স্মারকলিপি পেশ করে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র। তাঁদের আরও দাবি— লাগাতার ডাক্তার ও

স্বাস্থ্যকর্মী নিগ্রহ বন্ধ করতে প্রশাসনকে অবিলম্বে উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো (লোকবল সহ) গড়ে তুলতে হবে এবং 'মেডিকেয়ার অ্যাক্ট ২০০৯'-এর সঠিক প্রয়োগ করতে হবে। চাকরিরত চিকিৎসকদের ট্রেনি রিজার্ভ, স্বেচ্ছাসেবক এবং এন পি পি-এর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, স্বচ্ছ বদলি, পদোন্নতি এবং নিয়োগের নীতি চালু করতে হবে।

সম্পদের পাহাড়েচড়ে আম্বানিরা
সন্তোষীরা না খেতে পেয়ে মরে

পিরামিড দেখতে মধ্যপ্রাচ্যে ছোটেন পর্যটকেরা। নিচের চওড়া অংশ সরু হতে হতে উপরের অংশ একটা বিন্দুতে মেলে। পিরামিড নান্দনিক, দেখতে ভালোই লাগে। কিন্তু দেশের মানুষের সম্পদের চিত্রকে যদি পিরামিডের সাথে তুলনা করা যায়, তা আর আনন্দদায়ক হয় না। এতে দেখা যাবে সম্পদের শীর্ষে রয়েছেন বিলিওনেয়াররা, পুঁজিপতিরা, আর নিচে পাদমূলে পড়ে রয়েছেন কোটি কোটি গরিব-অভুক্ত মানুষ। ঝাড়খণ্ডের সন্তোষী কুমারী তাদেরই একজন।

একমাস ধরে অর্ধাহারে এবং শেষ সাতদিন অনাহারে থাকার পর 'একটু ভাত, একটু ভাত দাও' বলতে বলতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। জানা গেছে, তার পরিবারের প্রত্যেকেই সপ্তাহখানেক ধরে না খেয়ে ছিলেন। ১১ বছরের অবুঝ ছোট মেয়েটি মরে গিয়ে নেতা-মন্ত্রীদের বেকায়দায় ফেলে খবরের শিরোনাম হয়ে উঠেছে।

সন্তোষী গ্রামেরই একটি স্কুলে পড়ত। দুর্গাপুজোর কারণে স্কুল বন্ধ ছিল, ফলে মিড ডে মিলের খাবারও ছিল বন্ধ। বাড়িতে উপোসী ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি থামাতে অভাবী মা এখানে ওখানে দোরে দোরে ঘুরেও একটু চাল জোগাড় করতে পারেননি। সন্তোষীর বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন। সন্তোষীর দিদি গুড়িয়াকে নিয়ে মা কখনও দিনমজুরের কাজ, কখনও বা কাঠ বিক্রি করে দিনে ৮০-৯০ টাকা রোজগার করেন। কিন্তু সেই কাজ কখনও-সখনও জোটে। রেশনের চাল-গম এনে সন্তানদের মুখে যে সামান্য খাবার তুলে দেবেন তারও উপায় নেই। রেশন কার্ডের সাথে আধার কার্ডের সংযোগ না করতে পারার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম মোতাবেক ডিলার রেশন দিতে রাজি হয়নি। ফলে অনাহারেই দিন কাটছিল পরিবারটির। মৃত্যু ছাড়া এই নিয়মের পরিণতি আর কীই বা হতে পারে? হলও তাই।

সন্তোষীর মৃত্যুর খবরে দেশের নানা প্রান্তে প্রবল সমালোচনা উঠতেই নড়েচড়ে বসে সরকার। আধার কার্ড না থাকলেও রেশন দেওয়ার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়। কার্যত তারা মেনে নেয়, সন্তোষীর মৃত্যুর জন্য তারাই দায়ী। শুধু তো সন্তোষী নয়, দিন কয়েক আগে ঝাড়খণ্ডেরই আর একজন হতদরিদ্র দিনমজুর না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছেন। কর্ণাটকে একই পরিবারের এক বিধবা মায়ের তিনটি সন্তান অনাহারে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। তাদেরও রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযোগ না থাকায় রেশন দেওয়া হচ্ছিল না।

রেশন কার্ড কিংবা মিড ডে মিলের ভরসায় যে দেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, কাজ করে বেঁচে থাকার অধিকার দিতে পারে না যে দেশের সরকার, সে দেশের নেতা-মন্ত্রী, এমএলএ-এমপি-দের বেতন কীভাবে বেড়ে চলে বছরে বছরে? লজ্জা করে না জনগণের ট্যাক্সের টাকা ধ্বংস করে বাড়তি বেতন নিতে, এসি গাড়িতে চড়তে, বিমানে করে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে? সন্তোষীদের আমরা বলি দরিদ্র, ভিখারি, অনাথ, কাঙাল। এই নেতারা তো কাঙাল নয়, কিন্তু জনগণের ট্যাক্সের টাকাতেই এদের উদরপূর্তি হচ্ছে।

এতগুলি প্রাণের বিনিময়ে সরকার আপাতত সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু কি এদের ভবিতব্য ছিল? এত সম্পদশালী একটা দেশে এক কোণে পড়ে থেকে শুধু একটু পেট ভরে ভাত খেয়ে এদের বেঁচে থাকবার কি উপায় ছিল না? ছিল না। তাহলে বিশ্বের বিলিওনেয়ারদের তালিকায় ভারতের নাম শীর্ষে থাকবে কী করে? এক শ্রেণির মানুষকে নিঃস্ব, বঞ্চিত করেই তো আর এক শ্রেণি সম্পদের চূড়া দখল করেছে। আম্বানি, প্রেমজি, মিত্তলরা তো এভাবেই সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। পিরামিডের চূড়ায় থাকা এই এক শতাংশ মানুষ তো নিচে থাকা ৯৯ শতাংশ মানুষের রক্ত-ঘাম শুষেই এই স্থান দখল করেছেন।

ধিক, এই রক্তচোষা এক শতাংশ পুঁজির মালিকদের। ধিক, তাদের পদলেহনকারী সরকারি দলগুলিকে।

কমরেড শংকর রায়চৌধুরী
স্মৃতি ভবনের উদ্বোধন

হাওড়ার আন্দুলে ১৯ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হল এস ইউ সি আই (সি) হাওড়া জেলার প্রয়াত সম্পাদকের নামাঙ্কিত (পথের দাবী ট্রাস্টের অধীন) শংকর রায়চৌধুরী স্মৃতি ভবন ও কালীপদ কর স্মৃতিসভা কক্ষের। ভবনটি নির্মিত হয়েছে মনীষী স্মরণ, ফ্রি কোচিং, ত্রাণ সংগ্রহ, বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনা, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প এবং বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজকর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ভবনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন পথের দাবির ম্যানেজিং ট্রাস্টি, বর্তমান জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশিস রায়। শরৎচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের উপর মূল্যবান আলোচনা করেন পার্টির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য 'প্রমিথিউসের পথে'র সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ। বক্তব্য রাখেন মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সহ সভাপতি ডাঃ অশোক সামন্ত, মৌড়িগ্রাম পরিবেশ সুরক্ষা কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক বি আর প্রধান। উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বিশ্বজিৎ মিত্র। পার্টির অসংখ্য কর্মী-সমর্থক সহ এলাকার বহু সাধারণ মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিশোর-কিশোরী এবং তরুণরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

পাঠকের মতামত

টু প্লাস টু ইকুয়ালস ফাইভ

'টু প্লাস টু ইকুয়ালস ফাইভ'। পরিচালক বাবাক আনভারি। প্রবীণ সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশের হত্যার প্রেক্ষিতে নতুন করে ভাবাল মিনিট সাতেকের এই ছবিটি।

সাদামাটা ছোট্ট ক্লাসরুম। স্যার ঢুকতেই থেমে যায় ছেলেদের গুঞ্জন। ইন্টারকমে হেডস্যারের ঘোষণা— আজ থেকে স্কুলের পঠনপাঠনে আসবে কিছু পরিবর্তন। ছাত্ররা যেন মেনে চলে সব নির্দেশ। পড়া শুরু হয় ২ + ২ = ৫ দিয়ে। দুই যোগ দুই কত হয়? নামতা পড়ার মতো মুখস্থ বলিয়ে ছেলেদের গিলিয়ে দিতে চান শিক্ষক। একজন উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় কিছু বলতে চায়। ধমকে থামিয়ে দেন তাকে। উঠে দাঁড়ায় আর একজন—দুই যোগ দুই চারই হয় স্যার, পাঁচ হতেই পারে না। স্যার আবার ধমকান। কে তোমাকে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে? এবার কিন্তু ধমকে কাজ হয় না। এক বগগা ছেলেটা সমানে জোরগলায় বলে যায়—দুই যোগ দুই তো চার। ঝামেলার ভয়ে বন্ধুরা থামাতে চায় তাকে। ক্ষিপ্ত স্যার বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন উঁচু ক্লাসের তিন ছাত্রকে নিয়ে। স্যারের সথে সুর মিলিয়ে তোতাপাখির মতো আওড়ায় তারা— দুই যোগ দুই পাঁচ। এবার ওই অবাধ্য ছেলেটার ডাক পড়ে বোর্ডে। এটাই তার শেষ সুযোগ। নাৎসীদের মতো ব্যান্ড পরা তিন জোড়া হাত কাল্পনিক রাইফেল বাগিয়ে আছে তার দিকে। স্যারের রাগী মুখ, বন্ধুদের ভয়ার্ত চোখ। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ছেলেটা। নিষ্পাপ মুখে শত সূর্যের আলো। তারপর বলিষ্ঠ হাতে লেখে ২ + ২ = ৪। গুলির শব্দের সাথে বোর্ডে চলকে ওঠে তাজা রক্ত। ফুলের মতো শরীরটা টেনে নিয়ে যায় তিনজন। ক্লাসে পিন পড়া নৈঃশব্দ। ডাস্টার দিয়ে রক্ত মুখে স্যার আবার লেখেন ২ + ২ = ৫। সবক শেখানোর তৃপ্তি তার ভাবলেশহীন মুখে। আবার শুরু হয় নামতা আওড়ানো। এবার আর উঠে দাঁড়ায় না কেউ। ক্লাসরুমের ওপর দিয়ে প্যান করে ক্যামেরা থামে শেষদিকে বসে থাকা এক ছাত্রের খাতায়। ২ + ২ = ৫-এর পাঁচটা কেটে চার লিখেছে সে।

সত্যের আলো এইভাবেই ছড়িয়ে যায় এক মন থেকে অজস্র মস্তিষ্কে, মননে। প্রতিবাদের টুঁটি টিপে আটকানো যায় না তাকে। আমাদের এই ২০১৭ সালের ভারতের আশ্চর্য মিল ওই দমবন্ধ করা ধূসর

ক্লাসরুমটার সাথে। গোরক্ষার নামে একের পর এক নিরীহ মানুষের হত্যা, গণেশের মাথায় প্লাস্টিক সার্জারি আর পুষ্পক রথে এরোপ্লেনের কারিগরি, বিবেকানন্দ আর দীনদয়াল উপাধ্যায়কে একই সারিতে বসানোর চেষ্টা, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বা একটি বিশেষ দেশকে শত্রু বলে দাগিয়ে দেওয়া—এমন আরও বহু অন্যায়, অসত্যের পাহাড় প্রতিনিয়ত জমা হচ্ছে আমাদের চারপাশে। ভয়ের কথা— বেশ কিছু মানুষকে সহজেই বিশ্বাস করানোও যাচ্ছে এসব। কিন্তু যারা মানতে চাইছি না, নিজেদের এই বিভ্রান্তির বাইরে রাখতে চাইছি— তারাও যথেষ্ট সরব হচ্ছি কি? একটু তর্কবিতর্ক করছি, বড়জোর মতামত দিচ্ছি সোস্যাল মিডিয়ায়। এর বেশি ভাবতে চাইছি না খুব একটা। কোথাও একা হয়ে যাওয়ার ভয়, কোথাও নিশ্চিন্তে গা বাঁচিয়ে চলার মোহ আটকে দিচ্ছে আমাদের। সেই সুযোগেই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে—দাভোলকর, পানসারে, গৌরী লঙ্কেশ। হিন্দুত্বকে মনুষ্যত্বের ওপরে স্থান দিতে না চাওয়া বিরুদ্ধ স্বরকে সমঝে দেওয়ার প্ল্যান। তাই কাজ শুধু শান্তি চাওয়া যথেষ্ট নয়। এই উগ্র হিন্দুত্বের আড়ালে যুক্তি-বুদ্ধি-মানবিক মন নষ্ট করে দেওয়ার ফ্যাসিবাদী নীল নকশাকে চিনে নেওয়া জরুরি। পথে নামা জরুরি। আর তার জন্য জরুরি ওই বছর দশকের ছোট্ট ছেলেটির মতো চোখে চোখ রেখে সত্যি বলার হিম্মত।

সূর্যস্নাতা সেন, কলকাতা-৭০০০০২

গৌতম আদানির বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ায় বিক্ষোভ

গণদাবী পত্রিকায় ৭০ বর্ষ ৯ সংখ্যায় প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ী গৌতম আদানির কয়লাখনি কেনার বিষয়ে শ্রমিকদের বিক্ষোভের কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই ব্যবসায়ী যিনি তাঁর ব্যক্তিগত বিমানটি ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিলেন তাঁর ভারতীয় ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা ঋণ থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা ব্যক্তিগতভাবে করে দিয়েছিলেন এবং আশ্চর্যের হলেও সত্যি ০.৫ শতাংশ সুদের হার কমিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এই ঘটনা সেই সময় সংবাদপত্রে এবং বিরোধীদের দ্বারা প্রচণ্ড সমালোচিত হয়েছিল। কিন্তু এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উক্ত সংবাদে আসেনি।

প্রদীপ ব্যানার্জী, ঢাকুরিয়া

অন্ধ্রপ্রদেশে কৃষক কনভেনশন

২১ অক্টোবর অন্ধ্রপ্রদেশে এ আই কে কে এম এসের হিন্দুপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় এম আই হলে এক কৃষক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বিভিন্ন এলাকা থেকে শতাধিক কৃষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড গিরীশ মানহক। বিভিন্ন কৃষক প্রতিনিধি তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে তাঁরা খরা, সেচ, ফসলের ন্যায্য দাম ইত্যাদি বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। রাজ্যের বিশিষ্ট বামপন্থী ব্যক্তিত্ব কমরেড গোবিন্দ রাজালু তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকারের কাছে দয়া ভিক্ষা করে সমস্যার সমাধান হবে না। গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং সেই সংগঠনের উপর দাঁড়িয়ে আপনাদের সংগ্রাম করতে হবে। অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ তাঁর বক্তব্যে বলেন, কৃষক আন্দোলনকে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে, তাকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিপূরক করে গড়ে তুলতে হবে। এ আই কে কে এম এসের সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির

সদস্য কমরেড অমর নাথও সভায় বক্তব্য রাখেন। শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে কনভেনশনের কাজ শেষ হয়।

কলকাতায় কিষাণ মুক্তি যাত্রার সভা

লক্ষ লক্ষ একর কৃষি জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে, কৃষি ঋণ মকুব, ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে এবং বিজেপি সরকারের কৃষক মারা নীতির বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া কিষাণ সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে ২৯ অক্টোবর কিষাণ মুক্তি যাত্রা উপলক্ষে কলকাতার মৌলালিতে রামলীলা ময়দানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস) -এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ ও অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের বিক্ষোভ

আদালতে মামলা চলাকালীন বিভিন্ন চিটফান্ড কোম্পানির সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের নীরব ভূমিকা, চিটফান্ড কোম্পানির বিভিন্ন মালিক বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ানো সত্ত্বেও তাদের গ্রেপ্তার না করা, এজেন্টদের প্রশাসনিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা, সরকারি উদ্যোগে কমিশন গড়ে আমানতকারীদের টাকা ফেরত সহ ৬ দফা দাবিতে ২৫ অক্টোবর ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেয় অল বেঙ্গল চিটফান্ড অ্যান্ড এজেন্টস ফোরাম।

ডিএসও-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন

৭ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র উদ্যোগে জৌনপুরে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ছাত্র আন্দোলনে পুলিশি বর্বরতা ও বিজেপি সরকারের শিক্ষা বিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার দাবিতে এই সম্মেলনে ছাত্রদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ডিএসও-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র, কোষাধ্যক্ষ কমরেড অংশুমান রায় এবং সংগঠনের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। কমরেড হরিশংকর মৌর্য সভাপতি ও দিলীপ কুমার সম্পাদক নির্বাচিত হন।